দৈনিক খবর

তারিখ 7 JUN 1988
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭
৪৭
037

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি জাতীয়করণ করা হউক

শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। কিন্তু প্রাক স্বাধীনতাকালে আমাদের দেশে শিক্ষার প্রসার ঘটুক তেমন কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। স্বাধীনতার পর আশার সঞ্চার হইলেও বাস্তবমুখী শিক্ষা নীতির অভাবে তেমন আশানুরূপ সুফল পাওয়া যায়নি। বরঞ্চ তার বিপরীত দিকটাই পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে দেখা যায়, সরকার মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের মূল বেতনের শতকরা ৭০ ভাগ অনুদানসহ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়ন-এর জন্য শত শত কোটি টাকা ব্যয় করিতেছেন এবং উক্ত মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়ন কার্যক্রম সরকারীভাবে পরিচালিত হইয়া থাকে।

গ্রাম বাংলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রাম্য জোতদার বা টাউট দ্বারা পরিচালিত হয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে স্কুলের তহবিল তছরূপসহ বিভিন্ন অঘটন সংঘটিত হয়। ছাত্রদের কাছ থেকে অধিক হারে মাসিক বেতন ও পরীক্ষার ফি আদায় করা হয়। ফলে অভাব-অনটনের মধ্যে গ্রাম বাংলার কৃষককুলের সন্তানেরা লেখাপড়া না করাই শ্রেয় মনে করে। স্কুলের ছাত্রদের বেতনের বেলায় সরকারী নিয়ম নীতি নাই। ফলশ্রুতিতে এক এক স্কুলে এক এক রকম বেতন ধার্য করা হইয়া থাকে।

বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে হরহামেশাই দলাদলি পরিলক্ষিত হয়। পক্ষ অবলম্বনের ফলে অনেক স্কুলেই শিক্ষক স্বল্পতা বা শিক্ষকদের চলিয়া যাওয়া এই ধরনের বিভিন্ন ঝামেলা লাগিয়াই থাকে। এমনও দেখা যায় কোন কোন স্কুলে কাগজে-কলমে শিক্ষক দেখানো হয় এবং ভুয়া শিক্ষকের নামে সরকারী অনুদানের টাকা উত্তোলন করিয়া উল্লেখিত স্কুল কমিটির লোকেরা ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া নেয়। এর বিরুদ্ধে কথা বলার সৎ সাহস অনেক শিক্ষক বা কারো পক্ষেই চাকরি হারাবার ভয়ে থাকেনা।

উল্লেখিত সমস্যাদির ফলে দেশে শিক্ষার হার জনসংখ্যা অনুপাতে বৃদ্ধি না পাইয়া আনুপাতিক হারে নিম্নমুখী পরিলক্ষিত হয়। সরকার দেশে বর্তমানে অনেক মাধ্যমিক স্কুল সরকারীকরণ বা জাতীয়করণ করিয়াছে। এই সরকারী স্কুলগুলো জেলা, বিভাগ ও রাজধানীভিত্তিক বিভিন্ন শহরে অবস্থিত। সরকারী স্কুলে যে সুবিধাসমূহ বিদ্যমান তাহা বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থাকে না। আর বেসরকারী স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত সরকারী তেমন একটা নীতিমালা আছে বলে আমাদের জানা নাই। বিশেষ করিয়া আমরা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি স্কুল কমিটির ইচ্ছামাফিক নিজ লোকদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করিয়া থাকে। যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক তাহার তাহার বালাই বা নিয়ম নীতি নাই। সরকার শহরের সচ্ছল বা অভিজাত লোকদের শিক্ষা সহজ হইতে সহজতর করার চেষ্টায়। অথচ গ্রাম বাংলার গরীব কৃষককুল যাহাদের নুন আনতে পানতা ফুরায় তাহাদের ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার সুযোগ সৃষ্টি না করিয়া কিছু গ্রাম্য জোতদারদের হাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়িয়া দিয়া ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহার করিতে দেওয়ার কারণ থাকতে পারে না।

লক্ষণীয় যেখানে সরকার স্কুলের উন্নয়নসহ শিক্ষকের বেতনের শতকরা ৭০ ভাগ অনুদান দিয়া থাকে, তবুও অব্যবস্থার জন্য শিক্ষার মান উন্নয়নসহ শিক্ষার প্রসার বাড়ে নাই।

এমতাবস্থায় সরকারের কাছে অনুরোধ, মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয়করণ করা একান্ত প্রয়োজন। যাহার ফলে গ্রাম ও শহরের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের যে বৈষম্য আছে তাহা দূরীভূত হইবে। সাথে সাথে সরকারের গ্রাম উন্নয়নের বাস্তবমুখী যে শ্লোগান ৬৮ হাজার গ্রাম বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে তাহার সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে।

মোঃ সুলতান আহম্মেদ খান
গ্রামঃ ধরান্দী, ডাকঘরঃ ধরান্দী,
উপজেলা ও জেলা পটুয়াখালী।